দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিরাজগঞ্জে ৬২ কলেজে বাড়েনি শিক্ষার মান

অনেক জায়গায় ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক বেশি

॥ সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা ॥

সিরাজগঞ্জে বিধি বহির্ভূতভাবে যত্র তত্র স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলেও, শিক্ষার মান বাড়েনি। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। তবুও এমন দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে এখনো চলছে। দেখে দেখার কেউ নেই। মান সম্মত শিক্ষা কিংবা পাঠদান চলুক আর নাই চলুক রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্য বিস্তার কিংবা এলাকার বিত্তশালীদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবেই যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্যের নামে ম্যানেজিং কমিটি হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। নদী পরিবেষ্টিত কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী, সদর ও শাহজাদপুর উপজেলায় নদী ভাঙন জনিত কারনে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিকটতম দূরত্বে গড়ে উঠেছে। তবে কি হচ্ছে এই সকল কলেজ গুলোতে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, জেলার অধিকাংশ কলেজ ১৯৯১ সালের পর থেকেই অনুমোদন নেয়া শুরু হয়েছে। সরকারি নীতিমালায় নিকটতম দূরত্বে একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না করার বিধান থাকলেও তা উপেক্ষা করে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের কলেজগুলোর সবচেয়ে বেশী দুরাবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোয় চরম নৈরাজ্য ও বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অভাবে অধিকাংশ কলেজে। পাশের হার অতি নগণ্য। অনেক ক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায়। কলেজে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণে নিয়োগ বাণিজ্য, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ, পাঠদান বন্ধ, ইচ্ছেমত কলেজ বন্ধ, দুর্নীতি, শিক্ষকদের সাথে দ্বন্দ্ব সর্বোপরি কলেজ পর্যায়ে চরম দুরাবস্থা বিরাজ করছে। অভিযোগ রয়েছে অনেক কলেজের গভর্নিং বডিকে মাসোহারা না দিলে অনেক শিক্ষকের বেতন হয়না। কোথাও আবার শিক্ষকের বেতন থেকে মাসোহারা কেটে নেয়া হয় বলে কয়েকজন ভুক্তভোগী শিক্ষক জানান।